# জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা

মার্ক ৪:৩৫-৪১

জীবনে বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হলে, আমাদের আস্থা/আত্মপ্রত্যয়/আশা বৃদ্ধি পায় না, হ্রাস পায়?

এর উত্তর নির্ভর করে, আমাদের আস্থার ভিত্তির উপর। আমরা যদি জগতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকি, তাহলে যখন আমাদের জীবনের উপর বিভিন্ন ঝড় বয়ে যায়, তাতে আমরা দিশেহারা হতে" রেগে যেতে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য হই। কিন্তু আমাদের আস্থার ভিত্তি যদি খ্রীস্ট হন, তাহলে ঐ ঝড়, শিষ্য আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে (মার্ক ৪:৪১ পদ)।"

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈশ্বর কি আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা "অত্যাচার" দারিদ্রের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় জুগিয়েছেন? বাইবেলের উত্তর, হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকল প্রয়োজনীয় বিষয় জুগিয়েছেন। ১করি ১৩:১২, ৯ পদে বলা হয়েছে যে, এখন যদিও আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখছি বা আংশিকভাবে জেনেছি, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যাচ্নার ও চিন্তার নিতান্ত অধিক কর্ম করেছেন (ইফি. ৩:২০)। তিনি আমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেন না, এবং যখন ঐ পরীক্ষা আসে, তিনিই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথ করে দেন (১করি১০:১৩)। আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের দ্বারা তিনি তা সম্পন্ন করেন, যেখানে তিনি বলেছেন, 'যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি' (মথি ২৮:২০, ১৮:২০)। অর্থাৎ, আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতিই সকল পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করে। শিষ্যদের জীবনে তাঁর উপস্থিতির গুরুত্বকে শিক্ষা দেবার জন্য প্রভু সেদিন গালীলের বুকে ঝড়কে ব্যবহার করেছিলেন।

সাগর পাড়ি দেবার ন্যায়, আমরা জীবন সাগরে, জীবন তরীতে পাড়ি দিয়েছি। পথে আছে বিপদ, সমস্যা, ঢেউ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, কিন্তু আমরা যেন ভয় না পাই, তাঁর প্রতি আস্থা না হারাই। কারণ, সেদিন যিনি গালীলের ঝড়কে থামিয়েছিলেন, তিনি আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি ঝড়কেও একইভাবে তাঁর উপস্থিতির দ্বারা থামিয়ে থাকেন (যোহন ১০:২৭-৩০)। যোনার জীবনে ঝড় এসেছিল অবাধ্যতার কারণে, কিন্তু শিষ্যদের জীবনে বাধ্যতার কারণে।

এই সত্য কি শিষ্যদের জানা ছিল? অবশ্যই, কারণ নৌকায় ওঠার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের যে ৪টি দৃষ্টান্তের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের বর্ণনা করেছিলেন, তাদের প্রতিটিই তাদের শিক্ষা দিয়েছিল যে যীশু খ্রীস্টের পৃথিবীতে জন্ম ও প্রচারের দ্বারা যে রাজ্যের ক্ষুদ্র সূচনা হয়েছে, তার পরিণতি মহান। কিন্তু শিষ্যেরা যখন যীশুর শিক্ষার প্রতি তাদের আস্থা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিল, তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হয়। কারণ বিশ্বাস উৎপন্ন করাই ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণের উদ্দেশ্য (রোমীয় ১০:১৭)। এ ছাড়াও, যীশু নিজে ওপারে যাবার কথা তাদের বলেছিলেন (মার্ক ৪:৩৫ পদ)।

মথির বর্ণনা অনুসারে, যীশু নিজে গালীল পার হবার আজ্ঞা করেন (মথি ৮:১৮), তিনি নিজে নৌকায় প্রবেশ করেন ও শিষ্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে (মথি ৮:২৩)। তাঁরা ভারী ঝড়ের সম্মুখীন হন (মথি ৮:২৪ ), যা গালীলের বুকে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল (ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে)। আর যীশু সেইসময় নৌকার মধ্যে স্বর্গীয় সুখে ঘুমাচ্ছিলেন (কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত) (গীত ৪:৮)। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক। যীশুর



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সান্নিধ্য দীর্ঘকাল লাভ করা সত্ত্বেও, যীশুর অলৌকিক শক্তির পরিচয় বারংবার পাওয়া সত্ত্বেও, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয় যীশুর প্রতি তাঁদের বিশ্বাসকে বশীভূত করে (মথি ৮:২৫, ২৬)। আর এই ভয় তাঁদের গুরুর প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন করে— "হে প্রভু আপনার কি চিন্তা হইতেছে না, যে আমরা মারা পড়িলাম?" (মার্ক ৪:৩৮)।

কিন্তু ক্ষোভের মুখে যীশুর উত্তর, "হে অল্পবিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও?" (মথি ৮:৪০)। অর্থাৎ, তাদের এই ভয়ের কোন উপযুক্ত যুক্তি নেই। সাম্প্রতিক তাঁরা যীশুর শিষ্য হিসাবে মনোনয়ন পেয়েছে (মার্ক ১:১৬-২০), এবং তাঁরা জানে যে এই জন্য তাঁদেরকে সুসমাচার প্রচার করতে ও অসুস্থকে সুস্থ করতে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। যীশু কি তাদের এইভাবে গালীলের বুকে ছেড়ে দিতে পারেন? শিষ্যেরা এইভাবে তাঁদের গুরুর সান্নিধ্য, প্রতিজ্ঞা, ক্ষমতা ও ভালোবাসার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়ে অল্প বিশ্বাসের প্রমাণ দেয় (মথি ৬:৩০, ১৪:৩১, ১৬:৮)।

এইভাবে, তাঁর উপস্থিতির গুরুত্ব শিক্ষা দেবার পর, যীশু ঝড়কে ধমক দিলেন, "আর তাহাতে মহা শান্তি হল" (৩৯ পদ)। এই দেখে শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া — তারা খুব ভয় পেল (মার্ক৪:৪১)।এই ঝড় কি শিষ্যদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেছিল? অবশ্যই। তাঁরা উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের চিন্তা থেকে যীশু অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। শুধুমাত্র তাঁর দর্শক বা অসুস্থতা বা ভূতদের উপর নয়, প্রকৃতির উপরও যীশু ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন বা মহাপুরুষও নন — তিনি ঈশ্বর।

ঈশ্বর হওয়ায়, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায়, যীশু নৌকায় ওঠার আগেই ঐ ঝড়ের বিষয় জানতেন। তথাপি শিষ্যদের জীবনে তিনি এই ঝড়ের অভিজ্ঞতাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন, যীশুর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস কেবল মাথায় না থাকে কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ঘটে। আমরা কি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যীশুর প্রতি আমাদের আস্থা "বিশ্বাসের নমুনা রাখি? বিপদ "সমস্যা" সংকটের মাঝে তাঁর উপস্থিতিকে স্মরণ করে বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করি? (জন ওয়েস্‌লির অভিজ্ঞতা) ।

আসুন, যীশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আমরা বাস্তব "ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করি। বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা জীবনযাপন করি (২করি. ৫:৭)।" আমাদের লক্ষ্য, জাগতিক সুখ নয় কিন্তু অনন্ত স্বর্গীয় সুখ। জীবনের প্রতিটি চড়াই-উতরাই, উত্থান-পতন, বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমস্যা-সঙ্কটের দ্বারা যীশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করি। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল অপরিবর্তনশীল (ইব্রীয় ১৩:৮)।

পাহাড়ের দেশে ছোট্ট একটা খ্রীস্টীয়ান স্কুলের শিক্ষিকা খুদে ছাত্র-ছাত্রীদের বাইবেল শিক্ষা দিতেন। আর সেদিন তিনি বাইবেল থেকে যীশুর ঝড় থামানোর ঘটনা শিক্ষা দেন। বর্ষার সেদিন হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। অগত্যা স্কুল ছুটি ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু এই শিক্ষিকার উপর দায়িত্ব পড়ে, ঐসব খুদে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার। প্রায় অন্ধকার হয়ে আসা, প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় ছাতা প্রায় ভেঙে যাবার যখন উপক্রম, তখন সেই শিক্ষিকা ওদেরকে একটা বড়ো ছাতার আড়ালে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে এগিয়ে চলে। যখন অন্যান্য সব ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় শিক্ষিকাও মৃত্যুভয়ে কাঁপছে, তখন সেই শিক্ষিকা একটা খুদে ছাত্রকে বিড়বিড় করে বলতে শোনে, "যীশু আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের কিসের ভয়?" সেই শিক্ষিকা হয়তো বারবার শিশুদের যীশুর ঝড় থামানোর বিষয় বলেছিল, কিন্তু সেই কাহিনীর মূল শিক্ষা সেদিন সেই শিশুটি লাভ করেছিল— যীশুর উপস্থিতিতে আস্থা রেখে জীবনের সমস্যা বা ঝড়কে মোকাবিলা করতে হবে।